GOBARDANGA HINDU COLLEGE

SEM-4, CORE-IX.

SUB: HISTORY (H)

Prof. Krishna Kanta Dhali

Q. 1. জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য বিস্তার আলোচনা করো।

1605 সালে সিংহাসনে বসার পর জাহাঙ্গীর তার শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাতদের ক্ষমা করেন ও তাদের পদমর্যাদা ফিরিয়ে দেন। এই সময় জাহাঙ্গীরের চক্রান্তে আকবরের সভাসদ আবুলফজল নিহত হন। তবে জাহাঙ্গীর আবুলফজলের পুত্র খান- ই-খানানকে সম্মানজনকপদ প্রদান করেন। এমনকি মীর্জা আজিজ কোকাকেও তিনি আগের পদেই বহাল রাখেন। মানসিংহকেও ক্ষমা করেন ও মনসব পদে বহাল রাখেন। এছাড়াও জাহাঙ্গীর তাঁর সমর্থকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এই সময় নূরজাহানের পিতা মীর্জা গিয়াস বেগকে 1500 মনসবদারের পদ প্রদান সহ 'ইতিমাদ্দৌলা' ক্ষিতাব প্রদান করেন।

জাহাঙ্গীর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রা দুর্গের শাহ বুরুজ থেকে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত 30 গজ লম্বা সোনার তৈরি ঘন্টাযুক্ত শিকল প্রজাদের জন্য টানিয়ে দেন। প্রজারা শিকল ধরে টানলে সম্রাটের ঘরে ঘন্টা বাজত। সম্রাট আবেদনকারীর প্রার্থনা নিজে বিচার করতেন। তবে শিকলের অপব্যবহার করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। যাইহোক জাহাঙ্গীরের এই জাতীয় পরিকল্পনাকে একজন স্বৈরাচারী শাসকের ন্যায়-পরায়নতা ও প্রজাকল্যানকারী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই গন্য করা যায়। তাছড়াও জাহাঙ্গীর 12 টি আইন বা দস্তুর- উল- আলম জারী করেন। তবে এই আইনগুলি কতটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা সমসাময়িক তথ্য থেকে সঠিক জানা যায় না। আসলে প্রশাসনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে আকবরের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে জাহাঙ্গীর অবশ্যই অনেকাংশে ম্লান। তবে তিনি একেবারে অপদার্থ ছিলেন এমন মনে করার কোনো কারন নেই। এমনকি জাহাঙ্গীর উদারতার সঙ্গে শাসন চালাতে বিভিন্ন আইন জারী করেন, পাশাপাশি তিনি মোঘল কারাগারে বন্দী বহু মানুষকে মুক্তির আদেশে জারী করেন। তবে পিতা পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক খুব সুখকর ছিল না। 1606 সালে জাহাঙ্গীর পুত্র খসরু শাহ আগ্রা দুর্গ থেকে পালিয়ে মথুরার শাসক হুসেন বেগের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। অন্যদিকে খসরু পাঞ্জাবের তরন-তারনে শিখগুরু অর্জুনের আশীর্বাদ ধন্য হলে জাহাঙ্গীর বিচলিত হয়ে পড়েন এবং 'ভারোত্তোলনের যুদ্ধে' খসরুর বাহিনীকে বিদ্ধস্ত করেন। খসরু কাবুলের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে চেনাব নদী পার হওয়ার সময় মোঘল সেনার হাতে বন্দী হন। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীর খসরুকে কারাবন্দীর নির্দেশে দিলেও তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে খসরুর প্রতি সম্রাট জাহাঙ্গীরের মনভাব পিতৃস্নেহে পরিবর্তিত হয় এবং ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ভাবেন। 1607 সালে জাহাঙ্গীরের জীবন যাত্রায় এক চক্রান্তে খসরু জড়িত এমন

সম্ভাবনা তৈরি হলে সম্রাটের নির্দেশে মহবত খাঁ রাজপুত্র খসরুর দুই চোখ অন্ধ করে দেন। পুত্র খসরুর প্রতি পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই সন্দেহ বশত-নিষ্ঠুরতা তাঁর চরিত্রে কালিমা করছে। আসলে খসরু রাজপুত্র হিসাবে বহুগুনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল, চিন্তাধারা ছিল উদার। এমনকি জাহাঙ্গীরের বহু সভাসদ মনে করতেন যে, খসরু তাঁর পিতামহ আকবরের ভাবধারা ও গুনাবলীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। খসরুর জনপ্রিয়তা দেখে পিতা জাহাঙ্গীর ও অপর ভ্রাতা খুরম (শাহাজাহান) আশঙ্কিত ছিল। তাই খুরম নিজের উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য 1622 সালে তাঁর দায়িত্বে রাখা বন্দী খসরুকে সফলভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এই ভাবে ভাগ্যের পরিহাসে হতভাগ্য খসরুর জীবনের বিয়োগান্ত পরিনতি ঘটে।তবে জাহাঙ্গীরের ক্রোধের উপসম হলে তিনি পুত্রের জন্য দুঃখিত হন এবং তাঁর চোখের চিকিৎসার জন্য অদ্রা নামে একজন পারসিক হাকিম নিযুক্ত করেন। তাঁর চিকিৎসায় খসরু কিছুটা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেও বন্দীশালায় তাঁর সাস্থ্য ও মনোবল নস্ট হয়ে যায়।

মেবার জয়ঃ পিতা আকবরের মত জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্য সম্প্রসারনের নীতি গ্রহন করেন। বলা যায় পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করাই ছিল তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। প্রথমেই তিনি সাহজাদা পারভেজের নেতৃত্বে 20 হাজার সেনার বিরাট বাহিনী মেবারের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য না আসায় 1608 সালে মোঘল সেনাপতি মহবত খাঁর নেতৃত্বে পুনরায় মেবার রাজ্য আক্রমন করেন। তবে এই অভিজ্ঞতাও জাহাঙ্গীরের সাফল্য আসেনি। এই পরিস্থিতিতে সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের নজরদারীর মধ্য দিয়ে শাহজাদা খুররম বা শাহজাহানের নেতৃত্বে 1613 সালে রাজপুত রাজ্য মেবার আক্রমন করে এবং এক্ষেত্রে তিনি সাফল্য পান। আসলে শাহজাহানের চরম অত্যাচার, অবরোধ, লুন্ঠন ইত্যাদি পদক্ষেপের সামনে রাজপুতদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এইসময় মেবারের খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রানা অমর সিংহ মোঘলদের সঙ্গে 1615 সালে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তবে এই সন্ধির শর্তের ক্ষেত্রে সম্রাট জাহাঙ্গীর যথেষ্ট ধৈর্য ও বিচক্ষনতার পরিচয় দেন। এইভাবে মেবার মোঘল অধিনতা স্বীকার করে নেয় এবং প্রয়োজনে মোঘল সম্রাটকে সৈন্য সাহায্য দিতে সম্মত হয়। অন্যদিকে এই শর্তের বিনিময়ে রানা অমর সিংহ তাঁর সমগ্র ভূখণ্ড ফিরে পান। এমনকি রানা অমর সিংহের পুত্র 5000 মনসবদারি পান। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী " তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরিতে" স্বীকার করেছেন যে , " মেবার আমার পিতা বা হিন্দুস্থানের কোন বাদশাহর কাছে মাথা নত করেন নি। প্রকৃত সত্য হল এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে আমার রাজত্ব কালে।" এমন কি ঐতিহাসিক A. L. Srivastava বলেছেন, " The treaty is a landmark in the history of the relations between Mewar and Delhi. No ruler of the Sisodia dynasty even before openly professed allegiance to any Mughal emperor." বাস্তবিকপক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও তাঁর পুত্র খুররম এই সাফল্যের দাবিদার ছিলেন। বলা যায় উভয়ের সম্মানহানি না ঘটিয়ে এই সাফল্য উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ দিনের শান্তির সম্পর্ক তৈরি করেছিল। তবে নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করে মেবার কার্যত স্বাধীনই ছিল। অন্যদিকে রাজপুতদের সঙ্গে জাহাঙ্গীর যে ধরনের ব্যবহার করেন তা একাধারে যেমন রাজপুতদের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তেমনি সম্রাট হিসাবে জাহাঙ্গীরের মহানুভবতা ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক বলেই গণ্য হওয়া উচিত।

বাংলা জয়ঃ আকবরের শাসনকালে বাংলা জয় সম্পূর্ণ রূপ লাভ না করায় বাংলার শাসনের ক্ষেত্রে মোঘল আধিপত্য সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলার 'বার ভুইয়ারা' কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেও থাকে। তার ইপর বহু আফগান সামন্ত রাজা শক্তিশালী হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মানসিংহ বাংলা থেকে চলে যেতেই আফগানরদের তিকালীন নেতা উসমান খান মোঘল আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। ফলে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে নতুন সমস্য তৈরি হয়। **1606** সালে জাহাঙ্গীর তাঁর একান্ত অনুগত অনুচর ইসলাম খাঁকে (সেলিম চিস্তির পুত্র) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি মুসা খানকে

(সোনার গাও-এর আফগান সামন্ত) পরাজিত করেন। ইতিমধ্যে কুলতু খান, ঈশা খান, সুলমান খান ও যশোহরের সামন্ত রাজা প্রতাপাদিত্য সহ অনেকেই মোঘল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হলে ' কাগর ঘাটার' যুদ্ধে রাজা প্রতাপাদিত্য এবং শ্রীহট্টের যুদ্ধে (**1612** খ্রিস্টাব্দ) ওসমান খান মোঘলদের কাছে পরাজিত হন। এর ফলে বাংলায় আফগান ও হিন্দু সামন্ত রাজাদের প্রতিরোধের অবসান হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মোঘল সাম্রাজ্য পূর্ব বাংলার সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এমন কি মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে নিয়ে যান এবং ঢাকায় জাহাঙ্গীরনগর নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে অসমের অহোম রাজাদের প্রতিরোধের মুখে মোঘল খুব একটা সফল হয় নি। বিচক্ষন জাহাঙ্গীর বাংলার ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহন করে পরাজিত আফগান সামন্ত রাজা ও জমিদারদের মুক্তি দেন। বাংলার ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর শান্তি বজায় রাখার নীতিই গ্রহন করেন। তিনি আফগানদের বিভিন্ন উচ্চ অভিজাত পদ বিতরণ করেন। এই সব কাজ জাহাঙ্গীরের দূরদর্শী সামাজ্যবাদী নীতির পরিচয়।

দাক্ষিনাত্য জয়ঃ ঐতিহাসিক A. L. Srivastava তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন জাহাঙ্গীর তাঁর জীবনের প্রথম দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর পিতা আকবরের নীতিকে গ্রহন করেন ও আকবরের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন, দাক্ষিনাত্যের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। দক্ষিনি ভারতের ক্ষেত্রে আহমদনগর আকবরের নিকট পরাজিত হয় এবং তার একাংশ মোঘল সাম্রাজ্যভূক্ত হয় যা জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সূচনাতে অনেকাংশেই স্বাধীন মনভাবের পরিচয় দেয়। জাহাঙ্গীর আহমদনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করলেও সম্পূর্ণভাবে সাফল্য তিনি কোনদিনই পান নি। তার কারন অবশ্যই আহমদনগরের নিজামশাহী বংশের উজির বা মন্ত্রী মালিক অম্বরের কৌশলী নীতি। এই ব্যক্তি ছিলেন আবিসিনীয় বা হাবসী ক্রীতদাস। যিনি প্রথম জীবনে বীজাপুর ও মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সুদক্ষ শাসক ও কূটনীতিবিদ এবং সফল সেনা পরিচালক বারবার জাহাঙ্গীরকে কঠিন প্রতিরোধের মধ্যে ফেলে দেন।

আসলে জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভের পর থেকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই সুযোগে দক্ষিনের রাজ্য আহমদনগর ও খান্দেস এর নিজামশাহী বংশের শাসকরা মালিক অম্বরের নেতৃত্বে মোঘল প্রভুত্বের সম্ভাবনাকে শিথিল করার চেষ্টা শুরু করেন।এই প্রচেষ্টা বিজাপুরসহ দক্ষিনের অন্যান্য অংশেও কমবেশি দেখা যায়। এর ফলে দক্ষিনের আহমদনগর ও বিজাপুরের মধ্যে মিত্রের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে মালিক অম্বরের নেতৃত্বে আদিলশাহী ও নিজামশাহী বংশের মধ্যে মৈত্রীর বিষয়টি জাহাঙ্গীর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন। তাই জাহাঙ্গীর 1608 সালে আব্দুর রহিম খান – ই-খানানকে আহমদনগরের বিরুদ্ধে পাঠান কিন্তু তিনি সফল না হলে জাহাঙ্গীর পরবর্তীকালে 1610 সালে খান -ই-জাহান লোদী ও মানসিংহকে একদিকি থেকে এবং অন্যদিকি থেকে আবদুল্লা খানকে আহমদনগর আক্রমনের নির্দেশ দেন। কিন্তু আবদুল্লা খানের বিচক্ষনতার অভাব এই অভিজ্ঞানকে ব্যর্থ করে। তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহন করে মালিক অম্বর মোঘল অধিকৃত অঞ্চল অধিকারভুক্ত করার উদ্দ্যোগী হন।

এই সময় রাজপুত রাজ্য মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে সফল যুবরাজ খুররম দিল্লীতে ফিরিতে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে দাক্ষিনাতে পাঠান এবং তিনি স্বয়ং মান্ডুতে শিবির তৈরি করে সমস্তটা নজরে রাখেন। 1616 সালে মোঘল বাহিনী খুররমের নেতৃত্বে আহমদনগর আক্রমন করে অধিকার করতে সক্ষম হন। তবে যুবরাজ খুররম খান–ই–খানানসহ অভিজ্ঞ সেনাপতিদের পরামর্শে আহমদনগরের সঙ্গে সন্ধি করতে উদ্দোগী হন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ সন্ধিতে আবদ্ধ হন। আবার এই বিজয়ের সুত্রে খুররমের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা সম্রাট জাহাঙ্গীর খুররমকে 'শাহাজাহান' (বিশ্বের রাজা) উপাধী প্রদান করেন। তবে বেশির ভাগ ইতিহাসকিরো মনে করেন মোঘলদের এই জয় ছিল 'অলিক' যার সঙ্গে বাস্তবিকতার কোন যোগ ছিল

না। যদিও 1617 সালের এই সন্ধির শর্তানুসারে বালাঘাট অঞ্চল ও আহমদনগরের দুর্গ এবং বার্ষিক 12 লক্ষ টাকা আহমদনগরের শাসকরা মোঘলদের দিতে রাজী হয়। কিন্তু আহমদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্ভর এই সন্ধিকে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি বলে গন্য করেন। ঐতিহাসিক বেনী প্রসাদ বলেন, "এই সত্য কোনভাবেই গোপন করা যাবে না যে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় এবং হাজার হাজার মানুষের প্রান বলি দিয়েও দাক্ষিনাত্যে মোঘল সীমানা 1605 সাল থেকে এক মাইলও প্রসারিত হয় নি।" তাই 1620 সালে মালিক অম্বর সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করে বিজাপুর ও গোলকুন্ডার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে আহমদনগর দুর্গ আক্রমন করেন। মোঘলরা আহমদনগর দুর্গ ত্যাগ করে বুরহানপুরে প্রাথমিক ভাবে আশ্রয় নেয়। এই সময় পুনরায় শাহাজাহানের নেতৃত্বে মোঘলরা আবার আহমদনগর আক্রমন করে এবং মালিক অম্ভরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। পুনরায় মোঘল ও আহমদনগরের মালিক অম্ভরের মধ্যে সন্ধি হয়। যার ফলে মোঘলরা আহমদনগরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি আহমদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুন্ডা যথাক্রমে 12 লক্ষ, 18 লক্ষ এবং 20 লক্ষ টাকা কর দিতে রাজি হয়। কিন্তু 1622 সালে বিজাপুর ও আহমদনগরের মধ্যকার মৈত্রী ভঙ্গে গলে দাক্ষিনাত্যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়। আবার এই সময় পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে পুত্র শাহাজাহান বিদ্রোহ ঘোষনা করলে মালিক অম্ভরের কাছে পুনরায় মোঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সুযোগ আসে এবং 1624 সালে 'The battle of Bhatvadi' বা ভাতবাদির যুদ্ধের মোঘল ও বিজাপুরের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেন। আবার মোঘলদের দুরবলতার সুযোগ নিয়ে তিনি আহমদনগর পুনর্দখল করেন। তবে 1626 সালে মালিক অম্ভরের মৃত্যু হলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মোঘলদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যান। যা মালিক অম্ভরের কৃতিত্বের সবচেয়ে বড়দিক হিসাবে গন্য হয়। অন্যদিকে জাহাঙ্গীরের সাফল্যকে প্রশ্নের মুখে দাড় করায়।

কাংড়া জয়ঃ মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনি 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর' গ্রন্থে তাবি করেন যে, তিনি প্রথম মুসলমান সম্রাট যিনি প্রথম কাংড়া জয় করেন। যদিও তাঁর এ জাতীয় দাবীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তথাপি বলা যায় কাংড়া জয় জাহাঙ্গীরের রাজত্বের বিরল কৃতিত্ব। আসলে ভৌগোলিক দিক থেকে চারদিকে পাহাড়- পর্বত ঘেরা কাংড়া দুর্গটি ছিল সুরক্ষিত। যাইহোক 1615 সালে জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুরতাজা খানকে কাংড়া দুর্গ দখলের আদেশ দেন এবং তার সহকারী হিসাবে পাঞ্জাবের মাওয়ের রাজা বাসুর পুত্র সুরজমলকে পাঠানো হয়। তাদের এই অভিযান কিন্তু ব্যর্থ হয়। এর কারন ছিল সুরজমলের সঙ্গে কাংড়ার রাজার বন্ধুত্বের বিষয়। ফলে সুরজমল নিজেই চাননি যে কাংড়ার পতন হোক । এমনকি মুরতাজা খানের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সুরজমলকে কাংড়া দুর্গ দখলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিলে তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই অবস্থায় জাহাঙ্গীর সুন্দরদাস যিনি রাজা ' বিক্রমাদিত্য বাখলো' নামে পরিচিত তাঁকে দায়িত্ব দেন।তিনি 1520 সালে প্রায় এক মাস কাংড়া দুর্গটি অবরোধ করার পর দুর্গের সৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করে। তবে এই অভিজানে মুসলমি কাজী, অন্যান্য ধর্মীয় লোকজনও ছিল। দুর্গের মধ্যে ইসলামীয় ধর্মীয় কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়। এই সব কাজের মধ্যে ছিল মোষ কাঁটা, খুবা পাঠ, প্রার্থনার জন্য আহবান ইত্যাদি। তবে বিজয় সূত্রে জাহাঙ্গীর যে জাতীয় কাজ করেন তা একাধারে যেমন তাঁর উদারনীতি বিরোধী তেমনি মোঘল ঐতিহ্য বিরোধী।

উত্তর-পশ্চিম ভারত জয়ঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের বিরল ঘটনা হল 1622 সালে মোঘল সাম্রাজ্যের উত্তর – পশ্চিম সীমান্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি কান্দাহার মোঘলদের হাত থেকে পারসিক শাসক শাহ আব্বাসের হাতে চলে যাওয়া। কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করলে কান্দাহার ছিল ভারতের প্রবেশদ্বার। এই

পথ দয়িইে একদনি তুর্কীরা ভারতে প্রবশে করছেলি এবং তারা প্রথম দকি থকেইে কান্দাহারকে গুরুত্ব দয়িে নরিাপত্তা বধিান করছেলি। এমনকি বচিক্ষন শাসক আকবরও কান্দাহার দখল করে তাঁর বশি্বস্ত সনোপতি মানসংিহ ও টোডরমলকে দয়িে কান্দাহারে স্থায়ী সামরকি ঘার্টি তরৈি করনে। কন্িতু জাহাঙ্গীররে রাজত্বকালে পারস্যরে শাসক হসিাবে শাহ আব্বাস যথষ্টে দক্ষতার পরচিয় দয়িছেলিনে। তনিি রাজনতৈকি ও অর্থনতৈকি দকি দয়িে গুরুত্বপূর্ণ কান্দাহারকে নয়িন্ত্রনে রাখার ইচ্ছা মনে মনে পোষন করতনে। তাই 1606 সালে কান্দাহার দখলরে এক ব্যর্থ অভযিানও করনে। তারপর তনিি সম্রাট জাহাঙ্গীররে সঙ্গে রাজনতৈকি ছলনার কৌশল অবলম্বন করনে। অন্যদকিে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ আব্বাসরে এই রাজনতৈকি ছলনায় বশি্বাস রাখায় তনিি কান্দাহাররে নরিাপত্তার প্রতি সঠকি দৃষ্টি দতিে পারনে নি। তার ফলে 1621 সালে মোঘলদরে অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব ও অনক্যৈরে পূর্ণ সুযোগকে কাজে লাগয়িে শাহ আব্বাস কান্দাহার অভযিান করনে। যদওি সম্রাট জাহাঙ্গীর এই সময় খুররমকে কান্দাহার দখলরে নর্িদশে দনে কন্িতু রাজধানীতে পরবর্তী উত্তরাধকিার নয়িে চরম বশি্ঙৃখলা শুরু হয়। নূরজাহান পরবর্তী উত্তরাধকিারী খুররমরে পরবির্তে শাহরয়িারকে মনোনীত করার যে ষড়যন্ত্র শুরু করনে, তা খুররমরে মনে রাজধানীর বাইরে যাওয়ার ক্ষত্রেে অনচি্ছার মনোভাব তরৈি কর।ে ফলে কান্দাহার যমেন মোঘলদরে হস্তচ্যুত হল তমেনি পতিার বরিুদ্ধে পুত্ররে বদি্রোহ মোঘল সাম্রাজ্যকে ব্যতবি্যস্ত করে তুললো।

সম্রাট জাহাঙ্গীররে শাসন ও সাম্রাজ্য বস্িতার প্রসঙ্গে আমাদরে কতকগুলি বষিয় মনে রখেে তাঁর মূল্যায়ন করতে হবে তা হল, প্রথমতঃ পতিা আকবররে সাফল্যরে নরিখিে তাকে ববিার করলে আমাদরে ভুল হব।ে দ্বতিীয়ত, তনিি পতিা আকবররে নীতকিে যে ভাবে তার রাজত্বকালে মর্যাদা দওেয়ার চস্টো করছেনে তার ফলে সাম্রাজ্যরে অভ্যন্তরে শান্তি ও উদারতার যে পরবিশে তরৈি হয়ছেলি সইে বষিয়টকিওে আমাদরে ভুলে গলেে চলবে না। হয়ত সম্রাট জাহাঙ্গীররে পুত্র খসরুর প্রতি নষি্ঠুরতার নদির্শন রখেছেনে বা কাংড়া জয়রে পর দুর্গরে ভতেরে যে অমোঘলোচতি কাজ সংগঠতি হয়ছেে তার দায় জাহাঙ্গীরকে অবশ্যই নতিে হব।ে এই সমস্ত দোষত্রুটি বাদ দলিে সম্রাট জাহাঙ্গীররে সাফল্য খুব কম ছলি না। কনেনা তার পূর্ব পুরুষরা যে কাজ করতে ব্যর্থ হয়ছেনে তনিি তা সাফল্যরে রুপ দওেয়ার চষ্টো করছেনে, কছিু সাফল্য কছিু ব্যর্থতা হয়ছেে এমনকি জীবনে শষেরে দকিে হয়ত প্রয়িতমা পত্নী নূরজাহানরে দ্বারাও প্রভাবতি হয়ে রাজকার্যে অবহলো করছেনে। কন্িতু যোগ্যতাকে তনিি মান্যতা দয়িছেনে। তনিি মবোররে রানা, বাংলার জমদিার, আফগান অধপিতি ও সাম্রাজ্যরে পরবর্তী উত্তোরাধকিারী নর্িবাচনরে ক্ষত্রেওে রাজনতৈকি বচিক্ষনতা ও দূরদর্শতিার আশ্চর্য সমন্বয় তরৈি করছেনে। তনিি এটাই প্রমান করার চষ্টো করছেনে শুধু বাহুবল নয়, উদারতাও সাম্রাজ্য সংগঠনরে ক্ষত্রেে সমানভাবে প্রয়োজন। আবার সাংস্কৃতকি ক্ষত্রেে চত্রি রসকি হসিাবে তনিি খ্যাতি পয়েছেনে। তাই ঐতহিাসকি বনেীপ্রসাদ বলছেনে “সম্রাট জাহাঙ্গীররে রাজত্বকাল ছলি মোঘল সাম্রাজ্যরে শান্তরি ও স্মৃদ্ধরি সূচক। শল্পি বাণজি্যে চরম উ□কর্ষরে কাল। স্থাপত্যরে অগ্রগতরি সামান্য ঘটলওে চত্রি শল্পিে গৌরবরে কাল হসিাবে গন্য হয়।

Q. 2. মনসবদার ও জায়গীরদার ব্যবস্থার বিবর্তন পর্যালোচনা করো। করো।

মোঘল আমলরে প্রশাসনকি পদবন্যিাসরে একটি উল্লখেযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম হল মনসবদার। মনসবদার প্রথার উদ্ভব মধ্য এশয়িায়। আকবর বশিাল সাম্রাজ্য গঠনরে ফলশ্রুতি হসিাবে মনসবদারী ব্যবস্থার প্রচলন করছেলিনে। আবুল ফজলরে 'আইন-ই- আকবরী' এবং সপ্তদশ শতকরে ' জাতবতি' থকেে প্রাপ্ত তথ্যরে ভত্তিতিে মনসবদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে পন্ডতিরা একটা ধারনা পাওয়ার চষ্টো করে। W.H. Moreland তাঁর 'Rank in the Mughal State Service' প্রবন্ধে এবং আবদুল আজজি ' Mansabdari System of the Mughal Army' গ্রন্থে মনসবদারীর মৌলকি বশৈষ্ট্যিগুলি ব্যাখ্যা করার প্রথম চস্টো করনে। পরবর্তীকালে এম, আতাহার আলী M. Athar Ali ' The Mughal Nobility under Aurangzeb' গ্রন্থে এবং Irfan Habib তাঁর 'The Mansab System' প্রবন্ধে পূর্ববর্তী অভমিতরে পরমিার্জন ও সংশোধন করনে। আকবর প্রবর্ততি মনসবদারী ব্যবস্থার মূল নীতগিুলি সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাজায় ছলি। সুতারাং প্রায় 250 বছররে মোঘল শাসন কাঠামোর একটি প্রধান স্তম্ভ ছলি এই মনসবদারী ব্যবস্থা। তবে এই প্রথা বহু পূর্ব থকেইে মুসলমি বশিষে করে আব্বাসদি খলফিাদরে সময়ে, এমনকি চঙ্গেসি খাঁ ও তমৈুররে সময়ওে প্রচলতি ছলি। ভারতে সুলতানি যুগে এই প্রথা ভন্নি অর্থে চালু ছলি। কন্তিু মোঘল যুগে যে 'মনসব' প্রথা চালু হয়, তা ছলি একান্তই সম্রাট আকবররে নজিস্ব উদ্ভাবন। সাধারণভাবে 'মনসব' কথাটরি অর্থ ছলি পদমর্যাদা বা র্যাঙ্ক। এর সঙ্গে মোঘল যুগরে কছিু দায়ত্বি ও কর্তব্য এবং নয়িম-কানুন যুক্ত হয়ে সামগ্রকিভাবে মনসব বোঝাত। আসলে যে কোন সরকারী কর্মচারীই মোঘল যুগে মনসবদার হসিাবে গন্য হতনে। বৃহত্তর অর্থে নগদে যারা বতেন পতেনে তারাই ছলিনে মনসবদার। তবে সম্রাট আকবর প্রচলতি মনসবদারী ব্যবস্থা পরবর্তীকালে নানা ধরনরে পরবির্তনরে মধ্য দয়িে মোঘল প্রশাসনরে ধারা এগয়িে নয়িে যায়। বশিষে করে আকবররে পুত্র জাহাঙ্গীররে ও তার পুত্র শাহজাহানরে শাসনকালে মনসবদাররে সংখ্যা, তাদরে দায়ত্বি ও কর্তব্য, বতেন, ঘোষতি বতেনরে ওপর দায় ও জরমিানার ক্ষত্রেে পরবির্তন আনা হয়।

জাহাঙ্গীররে আমলে মনসবদার ব্যবস্থার ববির্তনঃ

ঐতহিাসকি মোরল্যান্ডরে তথ্য অনুসারে যানা যায়, সম্রাট আকবাররে রাজত্বকালে মনসবদাররে অধনিে সওয়ার পদ যা নর্িধারতি ছলি তার অনকে ক্ষত্রেে পরবির্তন করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীররে এই পরবির্তনরে কারন ছলি আকবররে সময়কালে অনকে নতুন মনসব পদরে সৃষ্টি করা। আর এই ধরনরে প্রশাসনরে উপর নয়িন্ত্রন তরৈি করতে জাহাঙ্গীরকে সওয়ার পদরে বতেন কাঠামোতওে অনকে অনকে রদবদল করতে হয়। ফলে আকবররে সময়কার মত অশ্বারোহীদরে বতেন জাহাঙ্গীররে সময় দওেয়া হত না। জাহাঙ্গীররে আমলে দু,আসপা ও শহি-আসপা পদরে সংযোজন ঘটছেলি। একজন মনসবদার তাঁর অনুমোদতি 'সওয়ার' পদরে একাংশ দু,আসপা ও শহি-আসপা হসিাবে দখোনোর অধকিার পতেনে। এই 'আসপা সংখ্যক ' সওয়াররে জন্য দগিুন দায়ত্বি ও বতেনরে অধকিারী হতনে। আবার শাহজাহানরে আমলে এই দু,আসপা ও শহি-আসপা **পদ প্রদানরে সংখ্যা অনকে** বড়েছেলি। তাঁর আমলে প্রায় 60 জন মনসবদার এই পদরে অধকিারী হয়ছেলিনে। 'আসপা' পদরে অবশষ্টি সওয়ার 'বর ওয়াদি' নামে অভহিতি। ঐতহিাসকি ইরফান হাববি সমসাময়কি পর্যটক হকন্সিরে দওেয়া তথ্যরে ভত্তিতিে দখেয়িছেনে য, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বরে শুরুর দকিে একজন মনসবদারকে সওয়ার প্রতি 9600 দাম বা 240 টাকা নর্িদষ্টি করনে। কন্তিু সম্রাট জাহাঙ্গীররে রাজত্বকালইে মনসবদার ব্যবস্থায় বতেন কাঠামোতে আমূল পরবির্তন করা হয়ছেলি। সম্রাট আত্মজীবনী তুজক-ই-জাহাঙ্গীরতিে এই বষিয়টি উল্লখে করছেনে। এমনকি 1616 সালে টমাসরো প্রদত্ত তথ্য থকেওে জানা যায় জাহাঙ্গীররে শাসনকালে একজন মনসবদার-সওয়ার প্রতি বছরে বতেন পতেনে 4000 দাম বা 200 টাকা। যদওি ডঃ হাববিরে মত, অর্থরে পরমিান ছলি 4400 দাম বা 220 টাকা অর্থা□ 1620 সালরে

আগেই ঘোড় সওয়ার কিছু মনসবদাররে বতেন হ্রাস করা হয়। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লখে করছনে যে, মনসবদার আব্দুল্লাহ খানকে 2000 সওয়ার পদ বারাওয়াদি হসিাবে প্রদান করার সময়ে সি-অস্প ও দো-অস্পা ক্ষত্রেওে বতেন নর্দিষ্টি করা হয়। অর্থা জাহাঙ্গীররে সময় মনসবদাররে বতেন কাঠামো যে, পরবির্তন করা হয় তা তনিি নজিইে স্বীকার করছেনে। তাছাড়া স্যার টমাস রো ও এডওয়ার্ড টোররি তথ্য থকেওে যানা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর 1613 সালরে অথবা তার আগইে বারাওয়াদি পদরেও পরবির্তন ঘটান এবং তনিি মনসবদারদরে ঘোষতি সওয়ার সংখ্যার এক- তৃতীয়াংশ রাখার স্বাধীনতা দয়িছেলিনে।

জাহাঙ্গীররে আমলে একজন মনসবদাররে জাটপদ অপরবির্ততি রখেে সওয়ার পদরে মর্যাদা বাড়ানো হয়ছেলি। এর ফলে দায়ত্বি ও বতেন বৃদ্ধি করা দরকার হয়। এইভাবে যে সব মনসবদার 1000 অশ্বারোহী পোষন করতনে , যার মধ্যে 300 সি-আসপা, 600 দো-আসপা এবং 100 ইয়াক-আসপা অর্থা মোট 2200 অশ্ব থাকত, তাকে 12 মাসরে বতেন লাভরে (হাসলি) উপযোগী জায়গীর দওেয়া হত। এইভাবে 800 দো-আসপা, 200 ইয়াক- আসপা সম্পন্ন মনসবদার (মোট অশ্ব 1800) 10 মাসরে বতেন পতেনে। এই হসিাবে কবেল 1000 ইয়াক আসপা সম্পন্ন 1000 অশ্বারোহীর পরপিোষক মনসবদার পতেনে 5 মাসরে বতেন। তবে বতেনরে অর্থ মূল্য কভিাবে নর্িধারতি হত সে বষিয়ে তমেন তথ্য নইে। তবে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানরে আমলে সওয়াররে একক্করে বতেন ক্রমশ কমতে থাকে। 1616 সালে সওয়াররে একক্করে বতেন 9600 থকেে কমে 8800 দাম হয়ছেলি। শাহজাহানরে আমলে তা আরো কমে দাঁড়ায় 800 দামে। **মনসবদরে বতেন কাঠামো মোঘল যুগে বারে বারে পরবির্ততি হয়ছে।** ইরফান হাববি দখেয়িছেনে যে, জাট পদরে বতেনরে হার খুব বশেী কমে যায় 1616-1630 সালরে মধ্যে। জাহাঙ্গীররে প্রথম দকিে সওয়ার পদরে একক্করে যে বতেন নর্িদষ্টি করা হয়ছেলি, তা 1610-1616 সালরে মধ্যে কমে যায়। শাহজাহানরে সময়ে প্রতি একক্করে 8800 দাম থকেে কমে 8000 দামে এসে দাঁড়ায়। যদওি দো-আসপা, সি- আসপার ক্ষত্রেে জাহাঙ্গীররে সময় যে বতেন বৃদ্ধি করা হয়ছেলি তা শাহজাহানরে সময়ে আরও বৃদ্ধি পয়েছেলি। 1615 সালে জাট পদরে সংখ্যা পূর্বকোর থকেে দ্বগিুণ করা হয়। 1615-32 সালরে মধ্যে জাট পদরে সংখ্যা 1/3 বড়েে যায়। অন্য দকিে 1621-37 সালরে মধ্যে এই সংখ্যা 1/2 বড়েে যায়।

‘জাট’ ও ‘সওয়াররে’ পদরে ভত্তিতিে মনসবদারদরে বতেন নর্িদষ্টি করা হত। মনসবদারদরে বতেন দুভাবে দওেয়া হত, এদরে বলা হত ‘মনসবদার-ই-নগদী’। অধকিাংশ মনসবদার কিছু নর্িদষ্টি জমা বরাদ্দ পতেনে এবং জমা থকেে নর্িধারতি খাজনা ভোগ করতনে। জমা থকেে আদায়কৃত খাজনা হল ‘জমা’ এবং যে পরমিান খাজনা আদায় হত তাকে হাসলি বলা হত। বহু ক্ষত্রেে জমা ও হাসলিরে মধ্যে ব্যাপক ফারাক ঘটত এবং সইে কারনে অর্থনতৈকি ব্যবস্থায় জটলিতার উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে দখো যায়, জমা অনুপাতে হাসলি বহু পরমিানে কম। কারন মনসবদাররে সংখ্যা বৃদ্ধরি সাথে তাল মলোনোর জন্য তুলনামূলকভাবে কম পরমিান জমতিে ‘জমার ‘ পরমিান বশেী দখেয়িে জায়গীর বন্টন করা হয়ছেলি। স্বভাবতই ‘হাসলি’ আদায় অসম্ভব হয়ছেলি। ফলে জমা ও হাসলিরে এই পার্থক্য সাম্রাজ্যরে অর্থনতৈকি ভাঙ্গনরে সূত্রপাত করে। 1608 সালরে পর মোঘল সাম্রাজ্যে জায়গীর ব্যবস্থার কিছু পরবির্তন লক্ষ করা যায়। সমকালীন লখেক মীর্জা নাথান ‘বাহারস্তিান-ই-যাইবীতইত’ এর ববিরণ দয়িছেনে। তার মত, যে সকল জমদিাররা মোঘলদরে সঙ্গে যুদ্ধ না করে বশ্যতা স্বীকার করছেনে, তাদরে জমদিারী হায়গীর হসিাবে ফরিয়িে দওেয়া হয়। অর্থা সাধারন অর্থে তাদরেকে মোঘল মনসবদার করে নওেয়া হয়। (অনরিুদ্ধ রায়, সম্পাদনা, মধ্য যুগরে ভারত, পৃষ্ঠা- 37) যুদ্ধে পরাজতিদরে জমদিারীর একটা অংশ ‘ভরণ-পোষণ’ জায়গীর হসিাবে তাদরে ফরেত দওেয়া হয়

এবং বাকী অংশ নয়িে নওেয়া হয়। আবার এই নয়িে নওেয়া জায়গীর তনখাজায়গীর হসিাবে অন্য মনসবদারদরে দওেয়া হয়। (অনরিুদ্ধ রায়, সম্পাদনা, মধ্য যুগরে ভারত, পৃষ্ঠা- 37)

শাহজাহানরে আমলে মনসবদার ব্যবস্থার ববির্তনঃ

শাহজাহানরে আমলে এই সমস্যা প্রকট হয়ছেলি। ডঃ নেোমান আহম্মদ সদি্দকিি দখেয়িছেনে যে, এই সমস্যা সমাধানরে জন্য শাহজাহান মাসকি বতেনরে স্তর বভিাজন করছেলিনে। এই ব্যবস্থা অনুসারে, একজন মনসবদার যত মাসরে বতেন সংগ্রহে সক্ষম, তাকে তত মাসরে জন্য নয়িেোগ করার ব্যবস্থা করা হয়। শাহজাহানরে রাজত্বরে শষে দকিে (1655 খ্রষি্টাব্দ) এক নর্দিশে নামা জারি করে ঘেোষনা করা হয় যে, নগদী মনসবদাররা সবচয়েে বশেী আট মাসরে বতেন পাবার অধকিারী হবনে। যুবরাজদরে এই বতেন হবে দশ মাসরে। অবশ্য দু-একটি ক্ষত্রেে এর ব্যতক্রিম দখো যায়। তবে শাহজানরে সময়কালে মনসবদাররে সংখ্যা অনকে অনকে বৃদ্ধি পায়। আবুল ফজলরে আকবরনামা গ্রন্থরে ভত্তিতিে দওেয়া পরসিংখ্যান অনুযায়ী 1595-96 সালে মেোঘল রাষ্ট্র 3,09,200 পদ সংখ্যার জন্য বতেন প্রদান করত। আবার শাহজাহানরে রাজত্বকাল প্রসঙ্গে 1646-47 সালে আবদুল হামদি লাহেোরী যে পরসিংখ্যান প্রদান করনে তা থকেে যানা যায় যে, শাহজাহান রাজকেোষ থকেে 7,40,000 পদ সংখ্যার জন্য অর্থ বরাদ্দ করছেলিনে। এই পরসিংখ্যান থকেে এটা স্পস্ট যে, মনসবদারী পদ সংখ্যা আকবররে আমলরে থকেে শাহজাহানরে সময়কালে অনকেটাই বৃদ্ধি পয়েছেলি। আবার ডঃ আতাহার আলী দখেয়িছেনে যে, আকবররে সময়কালে রাজত্বরে ৪০তম বছরে যে 5000 হাজারী ও তার ঊরধে মনসবদাররে সংখ্যা ছলি 29, তা শাহজাহানরে আমলে রাজত্বরে 30 তম বছরে বড়েে দাঁড়ায় 49-এ। এই সংখ্যা 1658-74 সালে দাঁড়ায় 51-এ। একই ধরনরে পরবির্তন 3000-4500-এর মধ্যকোর মনসবদার এবং 1000-2700 মনসবদারদরে সংখ্যার ক্ষত্রেে বৃদ্ধি চত্রি সমসাময়কি আইন-ই-আকবরী ও আলম-ই-সালে তে তুলে ধরা হয়ছে।ে ঐতহিাসকি মেোরল্যান্ড দখেয়িছেনে যে, শাহজাহান মধ্য এশয়িার বালখ ও বাদাখসান অভযিানরে সময় থকেে সওয়ার পদরে একক কময়িে দয়িছেলিনে। যদওি সাম্প্রতকি কালে একটি প্রবন্ধে ইরফান হাববি মেোরল্যান্ডরে এই মত গ্রহন করনে না।

শাহজাহানরে আমলে মনসবদাররো তার পদমর্যাদা অনুযায়ী কত সংখ্যক সনৈ্য রাখবনে তা নর্িধারণ করা হয়। আইনরে বলে 1/5 অংশ সনৈ্য রাখবে বলে স্থরি হয়। এরপর সওয়াররে সংখ্যাকে 40 টাকা দয়িে গুন করা হয়। বারেো মাসরে মাহনিার স্তর হলওে এটা ছলি মাসকি মাহনিা। এই নয়িম ছলি বশে জটলি। ঐতহিাসকি আতাহার আলি দখেয়িছেনেযে, জায়গীররে জমা ও হাসলিরে মধ্যকোর ফারাকরে জন্য শাহজাহান মনসবদারদরে মাসকি বতেনরে স্তর শুরু করনে। অর্থা□ মনসবদার জায়গীর থকেে যত মাসরে বতেন সংগ্রহ করতে পারছ,ে তত মাসরে জন্যই তাকে নয়িেোগ করা হয়। এইসব জায়গীরগুলরি নামকরন ছলি এইরূপ-যমেন, শশমাহা (ছয় মাসর)ে, সমিাহ (তনি মাসর)ে ইত্যাদি। এই প্রথা যে কবেল জায়গীররে বলোয় প্রয়েোগ করা হয়ছেলি তা নয়। শাহজাহানরে রাজত্বরে 27 তম বছরে একটা ফরমানে আদশে দওেয়া হয় যে নগদ অর্থে যারা বতেন পাব,ে তারা আট মাসরে বশেী বা চার মাসরে কম পাবে না। তবে যুবরাজরা দশ মাসরে বতেন পতেনে। এই নয়িমরে ব্যতক্রিম করা হয়ছেলি মাত্র দুজন অভজিাতরে জন্য। অধ্যাপক অনরিুদ্ধ রায় তার 'মেোঘল সাম্রাজ্যরে উত্থান –পতনরে ইতহিাস' গ্রন্থ-এ দখেয়িছেনে য,ে নগদী মনসবদারদরে বলোয় যমেন প্রতমিাসরে বতেন সহজইে করা যায়, জায়গীররে রাজস্ব সংগ্রহ থকেে করা কঠনি। এর ফলে জায়গীর থকেে মনসবদাররা তাদরে পাঁচ মাসরে বা সাত মাসরে মতই রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারতনে। আর এটি প্রয়েোগ করা হয়ছেলি প্রধানত দুটি পদরে মনসবদারদরে বতেনরে ক্ষত্রেে। অবশ্য সওয়ার পদরে জন্য শাহজাহান একটি ভন্নি প্রথা গ্রহন করনে। শাহজাহানরে রাজত্বরে 27 তম বছররে ঐ ফরমানরে মধ্যে একটি সারনী তরৈি করছেনে, যা এই বষিয়রে সমস্ত সমস্যাকে পরস্কিার করে দয়ে। এই সারনীকে বশি্লষেণ করে ঐতহিাসকি আতাহার আলি

মনে করেন যে, উচু নগদী মনসবদারদের মাসিক বেতনের স্তর নীচু নগদী মনসবদারদের থেকে বেশী ছিল। অথচ এই ফরমানের আগে এদের অবস্থা বেশী ভাল ছিল। তবে যুবরাজ হিসাবে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিনাত্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকাকালীন এই আদেশে বদলানোর আবেদন করলে শাহজাহান দাক্ষিনাত্যের নীচু স্তরের মনসবদারদের জন্য ছাড় দিয়েছিলেন। এমনকি ঔরঙ্গজেব সম্রাট হয়েও শাহজাহানের আদেশে বলবত রাখেন এবং কিছু পরিবর্তন করেন।

তাই বলা যায় আকবর প্রবর্তিত মনসবদারী প্রথা জাহাঙ্গীরের সময় কিছুটা গোষ্ঠীদন্ধ অ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারনে ঠিক মত পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা সম্ভব হয় নি। তবে শাহজাহান আকবরের নিয়মের কিছু পরিবর্তন করে কঠোরভাবে তা অয়ালন করার চেষ্টা করেন। সমসাময়িক লেখক আবদুল হামদ লহোরী ওই সময়ের 1/3 অংশ নিয়ম প্রচলনের উল্লেখে করেছেন যা পরবরতীকালে কাবুলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। কাজেই আকবর প্রবর্তিত মনসবদারী ব্যবস্থার বিবর্তনের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের থেকে শাহজাহানের ভুমিকা ছিল অনেক বেশী। তবে তিনি রাজপুত মনসবদারদের ক্ষেত্রে আকবরের রাজপুত নীতি বজায় রেখেছিলেন। যা শুধু সাম্রাজ্যের সংহতির ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ ছিল।মনসবদারী প্রথার গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে ডঃ অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিছেন, "সুলতানি আমলের সামরিক ব্যবস্থার তুলনায় মনসবদারী ব্যবস্থা ছিল উন্নত ব্যবস্থা"। বস্তুত এই ব্যবস্থার ফলে মোঘল সম্রাটরো অল্প আয়াসে এবং সামান্য প্রশাসনিক পরিকাঠোমোয় এক বিশাল সেনা বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের আমলে সাম্রাজ্যের ক্ষমতাও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করলেও পরবর্তীকালে মনসবদারি ব্যবস্থার মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব এই ব্যবস্থাকে অকার্যকরী করে তুলেছিল।

Q. 3. জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে জায়গীরদারী ব্যবস্থার বিবর্ত□□□ □□□□□□□□ □□□।

সাধারণত অবস্থান। স্থানে কোন বা দখল অর্থ শব্দের 'জায়গীর'আরবি শব্দ জায়গীর এঁর প্রয়োগ মোঘল যুগে আকবরই প্রথম সূচনা করেনেবলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। তবে ডঃ ইরফান হাবিবের মতে মধ্যে দুতির শব্দ জায়গীর যুগের মোঘল আর ইক্তা প্রচলিত যুগে সুলতানি, ছিল পার্থক্য বিশিষে না। ইরফান হাবিবের মতে রূপ প্রায়োগিক প্রথা ইক্তা প্রচলিত যুগে সুলতানি, নি। হয় অধিকারভুক্ত বংশানুক্রমিক কখনই ব্যবস্থা জায়গীরদারী তবে পেয়েছিল। □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□, □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□ □□□ □□ '□□□' □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ '□□□□□'□ □□ □□ '□□□' □ '□□□□□□□' □□□□□ □□□□□□□□□□

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1648-49 [illegible]

অধ্যাপক অনরিুদ্ধ রায় তাঁর ‘মোঘল সাম্রাজ্যরে উত্থান পতনরে ইতহিাস’ গ্রন্থরে দ্বতিীয় খন্ডে দখেয়িছেনে, আকবররে একত্রশি বছর রাজত্বরে সময়ে দলি্লি, অযোধ্যা ও এলাহাবাদ প্রদশেরে খলসিায় জমা ছলি মোট জমার 1/4 অংশ। জাহাঙ্গীররে রাজত্ব কালে জায়গীররে সংখ্যা

অনকে বড়েে যায় বা প্রচুর মনসব তথা জায়গীর বতিরণ করার ফলে খলসিার আয় সাম্রাজ্যরে আয়রে 5%

Q. 4. জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে সাম্রাজ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো

[illegible] [Sleeman] [illegible] ‘Rambles and Recollections’ [illegible] “ [illegible] ”। [illegible]

সাহিত্যঃ [illegible]

[illegible] ‘[illegible]-ই-[illegible]’, [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]-ই-[illegible]’ [illegible]

[illegible]

[illegible]

সঙ্গীতঃ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্থাপত্য শিল্পঃ [illegible]

[illegible] 14-15 [illegible] (Aromance in stone) [illegible]

[illegible]

[illegible] 1613 [illegible] 1626 [illegible] (pietra dura) [illegible]

[illegible] 1627 [illegible] (201*67) [illegible] (Pearl Mosque) [illegible] 1654 [illegible] 1638 [illegible] 1648 [illegible]

[illegible] 1644 [illegible] 1658 [illegible]

1630 [illegible] 22 [illegible] 3 [illegible] (Geronimo Verronio) [illegible] Aldous Huxley [illegible]

[illegible]

[illegible] মোঘল [illegible] 100 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ ‘□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□’ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□। □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□।□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□। □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□। □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□।

টীকা লখেঃ

Q. 1. দারাশকিো/ Darashukho (1615-1659):

মো◌ঘল সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজ মহলরে জ্যষ্ঠে পুত্র ছলিনে দারাশখিো বা দারাশুকো। 1615 সালে 20ই মার্চ আজমীরে তার জন্ম হয়। বাল্যকাল থকেইে উদার চত্তিরে অধকিারী দারাশকিো আকবররে মতই সমন্বয়বাদে বশি্বাসী ছলিনে। তনিি সুফি ও সয়িা মতরে অনুরাগী হলওে হন্দিু উপনষিদরে ফার্সি অনুবাদ করনে। নম্র ও উদার প্রকৃতরি দারাশখিোকইে সম্রাট শাহজাহান ভবষি্যতরে মো◌ঘল সম্রাট হসিাবে ভাবতনে ও তাকইে সবচয়েে বশেী পছন্দ করতনে। সম্রাটরে প্রয়ি পাত্র দারাশখিো বভিন্নি ধর্মরে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার পাশাপাশি সুফি সন্ত ময়িা মরিরে শস্যি শাহজাদা দারার সঙ্গে হন্দিু যো◌গী ও মুসলমি ফকরিদরে আত্মীক যো◌গাযো◌গ ছলি। ইসলাম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মরে মহ□ আদর্শ গ্রহন ও প্রচাররে ক্ষত্রেে তনিি ছলিনে উদার মনস্ক। যা ত□কালীন রক্ষনশীল মুসলমিদরে মনে তার সম্পর্কে বরিূপ ধারনা তরৈি করে। যার প্রতক্রিয়িা লক্ষ্য করা যায় উত্তরাধকিাররে যুদ্ধরে সময়। সম্রাট শাহজাহান তাকে এতটাই পছন্দ করতনে যে সব সময় তাকে দল্লিতিইে দরবার কন্দ্রেকি পরমিন্ডলে আবদ্ধ রাখতনে। উপযুক্ত বয়সে শাহাজাদা দারাশখিো নাদরিা বানু বগেমকে ববিাহ করনে। শক্ষিা, সংস্কৃতি সহষি্ণুতার অনুরাগী হলওে দারাশখিো◌র রাজকীয় বহুগুন থকেে ছলিনে বঞ্চতি।

আসলে সম্রাট শাহজাহানরে অতরিক্তি স্নহে ও ভালবাসা বাস্তবে দারার দুর্বলতার কারন হসিাবইে প্রতপিন্ন হয়। মো◌ঘল প্রশাসনকি ক্ষত্রেে দারাশকিো পাঞ্জাব, মুলতান ও এলাহাবাদরে সুবদোর হসিাবে স্বীকৃত হলওে প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরচিালনার কো◌ন অভজ্ঞিতাই দারার ছলি না। তথাপি মো◌ঘল সম্রাট তাঁকে ‘পাদশাহজাদা-ই-বুজুরগ মারতাবা’ বা ‘Padshahzada-i-Buzurg Martaba’ নামক উপাধি প্রদান করনে।

আসলে বাস্তবতা থকেে অনকেটা দূরে সুসজ্জতি প্রাসাদরে মুখ-সমৃদ্ধরি জীবনে অভ্যস্ত দারাশকিো শ্রষ্ঠে সময়কে অবহলোভরে কাটয়িছেনে। তাঁর হয়ে রাজ্য শাসন করছেনে তার অনুগত প্রতনিধিরিা। এমনকি 60 হাজারি জাটরে মনসবদারি ভো◌গ করলওে বাস্তবকি অর্থে যুদ্ধ ক্ষত্রেে তনিি যমেন কো◌ন অভজ্ঞিতা সঞ্চয় করনেনি তমেনি কৃতত্বি প্রদর্শনরে কো◌ন নজরি স্থাপন করনেনি। তাঁর কাছে তাঁর গুনগ্রাহী বা স্তাবকরা ছলি অতপ্রিয়ি। সমসাময়কি সময়ে মানুচওি দারাশকিো◌র স্বভাব প্রসঙ্গে লখিছেনে, “ নজিরে বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পর্কে ছলি তাঁর অহংকার,

পরামর্শদাতাদরে প্রত ি ছলি চরম অবজ্ঞা। হতিকারীদরে প্রতওি তনি হিঠাত ক্ষুব্ধ হতনে, শান্তও হতনে সঙ্গে সঙ্গে। ফলে বাস্তব সত্য অনুসন্ধানে আন্তরকি হলওে সত্য দর্শনে তাঁর কুন্ঠা ছলি সীমাহীন”। তবে মানুচরি বক্তব্যরে সত্যতা যাইহ োক না কনে শাহজাহান 1657 সালে গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁর চার পুত্ররে মধ্যে সংিহাসন কন্দ্রেকি প্রতদ্বিন্দ্বতিা যে সুচনা হয় তাতে শষে পর্যন্ত দারাশক ি োর প্রান দতিে হয় 1659 সালরে 30শে আগষ্ট। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় ম োঘল পরবিার প্রসঙ্গে যে প্রবাদ প্রচলতি ছলি “ তখত আউর তখতী” অর্থা□ “ হয় সংিহাসন অথবা কফনিরে কাঠ”। এই প্রবাদ শাহজাহানরে পুত্র ঔরঙ্গজবে ছাড়া বাক িসুজা, মুরাদ ও দারাশক ি োর জীবনে সত্য হয়ছেলি।

Q.2. শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি:

1638

1648
157 1649
1649
1652
1653
11

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□-
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Q.3. নকশ-বন্দী সলিসলিাঃ

ইসলাম ধর্মওে এক শ্রনেীর অতন্দ্রিয়বিাদী ও রহস্যময় মানুষরে উপস্থতিি লক্ষ্য করা যায়, এরা ‘ তাসায়ফ’ বা সুফী নামে পরচিতি। ঐতহিাসকি ইউসুফ হে·াসনে মনে করনে ইসলামরে বক্ষদশে থকেইে সুফীবাদরে জন্ম। আসলে হজরত মহম্মদ যখন ইসলামরে মর্ম কথা প্রচার করনে, সইে সময় বশে কছিু জ্ঞানী অথচ নর্িববিাদী ও ভাববাদী মানুষ এই ধর্মরে অনুগামী হয়ছেলিনে। ঐতহিাসকি ফলিপি কে হট্টিি তাঁর ‘ History of Arab’s’ গ্রন্থওে উল্লখে করছেনে য,ে ইসলাম ধর্মে অতন্দ্রিয়বিাদ যে বশিষে রূপ ধারন করছলি তাকইে সুফবিাদ বলা হয়। তবে একে ঠকি কছিু উপমহাদশোবলরি সমষ্টি বলা যায় না বরং সুফবিাদ হল ধর্ম সংক্রন্ত বশিষে চন্তিা ও অনুভব করার একটি বশিষে পদ্ধতি। আসলে অন্যান্য মুসলমি ধর্ম আন্দ·োলনরে মত সুফমিতবাদরে উ□স ও হল কুরান ও হাদসি। তবে খ্রস্টিীয় দ্বাদশ শতকরে শষে দকি থকেে সুফবিাদীদরে মধ্যে স্থায়ী ও সুনর্িদষ্টি নীতরি ভত্তিতিে সংগঠন গড়ে ওঠ।ে কছিু দনিরে মধ্যে বভিন্নি দশেে কয়কেটি স্বাধীন সংগঠন গড়ে ওঠে এগুলকিে সলিসলিাহ বলা হয়। এই সকল সুফি সংগঠনগুলি ছলি ইসলাম ধরমরে এক মাত্র যাজয়ীয় সংগঠন। এদরে সদস্যরা দরবশে বলে পরচিতি হতনে।

□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□, ‘□□□ □□□□□’ (Naqsh-bandi)□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□-□□□□□□ □□□-□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 1318 □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ 1389 □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ ‘□□□-□□□□□’ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□

[illegible] 5000 [illegible], [illegible]